পরিমার্জিত ডিপিএড
প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ৩: শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন

উপমডিউল ৭

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

লেখক রঙ্গলাল রায়, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ মোঃ আসাদুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ঈশ্বরদী, পাবনা মোঃ ইসলাম মিয়া, সহকারী ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, সদর, টাঙ্গাইল
লেখক (পরিমার্জিত সংস্করণ) আবুল কালাম আজাদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, শরীয়তপুর ছাদেকুন নাহার, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পরিমার্জনে সহযোগিতা

মোঃ জহুরুল হক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সমন্বয়ক

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ ইমামুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
জিয়া আহমেদ সুমন, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ জহুরুল হক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রচ্ছদ

সমর এবং রায়হানা

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৫

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সব সময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সবসময় সমন্বয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারিএডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি-এর মাধ্যমে ও সময়ের পরিক্রমার সাথে ডিপিএড কোর্সের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) কোর্সটি চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্ট্যাডি, মনিটরিং রিপোর্ট ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই অধিবেশনভিত্তিক ও অনুশীলনভিত্তিক (৭ মাস ও ৩ মাস) সময়কালে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে চলমান বিটিপিটি কোর্সে এই পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের কাজও চলমান।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবেন বলে আশা করা যায়।

এ প্রশিক্ষণ মডিউল ও উপমডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউল ও উপমডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডিউলের আওতায় উপমডিউলসমূহ নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা ও যুগের চাহিদার সাথে যুৎসই পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি (DPEd Effectiveness Study) ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচারস-বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর সফল বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান। তাই সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। পরিমার্জিত প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ এবং ০৩ মাস প্রশিক্ষণ/পরীক্ষণ/অনুশীলন বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে।

এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অনুশীলন করবে। অনুশীলন বিদ্যালয়ে পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করবে। এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির দুর্বলতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে না। এ কারণে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের (বিটিপিটি) আওতায় এ ম্যানুয়ালগুলোতে বর্ণিত অধিবেশনসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষকগণকে সরকারি চাকরির বিধি-বিধান পরিচালন ও শ্রেণি পাঠদানে তাঁর অবদান রাখতে সহায়তা করবে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউল ও উপমডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)

মহাপরিচালক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দীর্ঘমেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা- ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে আরম্ভ হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) বাস্তবায়নে কাজ করছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্স থেকে ধ্যানধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করা এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণটির কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাইলটিংয়ের ফলাফল এবং মনিটরিং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকগুলো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই-ভিত্তিক অধিবেশন ও অনুশীলন সময়কাল ১০ মাস (৭ মাস ও ৩ মাস) নির্ধারণ করা এবং মূল্যায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়।

এই মডিউলগুলো নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ জেনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই মডিউল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এই পরিমার্জন কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ উন্নয়ন ও পরিমার্জনে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করায় তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সুচিন্তিত মতামত এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এয়াড়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও মননের ব্যবহার এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে তথ্যপুস্তক ও ম্যানুয়ালসমূহ এত অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক হবে। একইসঙ্গে এর যথাযথ ব্যবহার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

তথ্যপুস্তক ব্যবহারের নির্দেশনা

এ তথ্যপুস্তকটি পিটিআইতে প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহার করতে হবে। এ তথ্যপুস্তকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। মূলতঃ সামাজিক বিজ্ঞান একটি বহুমাত্রিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। এ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় বহুমাত্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এ কারণেই সামজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনকালে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক প্রয়াস গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ করে প্রশিক্ষণের পরেও শিক্ষকগণ যাতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনটি পর্যায়ে তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম পর্যায়

- অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যপুস্তক ব্যবহার করবেন। কারণ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু, ধারণা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- প্রশিক্ষণের প্রারম্ভে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সূচির সাথে মিল করে অধিবেশনটি পড়ে নেবেন। কারণ যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে সে বিষয় সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহজতর হবে।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন আলোচিত বিষয় সম্পকে সহকর্মীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন। প্রশিক্ষণে সহকর্মীর বক্তব্য শুনে সে সম্পর্কে ধারণা লিখে রাখলে ভিন্নভাবে চিন্তা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

- একটি অধিবেশন শেষ হওয়ার প্রাক্কালে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে স্বঅনুচিন্তন লিখে রাখবেন। আপনার মন্তব্য বা লেখার সাথে তথ্যপুস্তকের বিষয়ের সাথে যোগসূত্র খুঁজে নেবেন।
- অধিবেশন শেষে বিষয়বস্তু ও শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা ভিন্নতা পেলে তা মিলিয়ে নেবেন যা আপনার দৈনন্দিন শিখন-শেখানোর কাজে বৈচিত্র্য আনতে সহায়ক হবে।

তৃতীয় পর্যায়

- তথ্যপুস্তটি প্রশিক্ষণকালীন ব্যবহার হলেও বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহকর্মীর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর সহায়ক তথ্যভান্ডার হিসেবে গণ্য করবেন। শিখন-শেখানোর পূর্বে পাঠের ধরণ অনুযায়ী নির্দেশনা পড়ে পাঠের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে তথ্যপুস্তকটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
মডিউল-৩: শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন উপমডিউল-০৭: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরিচিতি	০৮
	২	শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রাথমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পরিচিতি/বিশ্লেষণ	১৭
	৩	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	২০
	৪	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপকরণ	৩৭
	৫	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন	৩৯
	৬	পাঠ অনুশীলন ও পর্যালোচনা	৪৩
	৭	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন কৌশল	৪৫
	৮	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন কৌশল অনুশীলন	৫০

সহায়ক তথ্য ০১	অধিবেশন - ০১: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরিচিতি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বিস্তরণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

গ. শিখনফলের সাথে বিষয়বস্তুর সমন্বয় করতে পারবেন।

অংশ - ক	বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত। ১৯৯২ সালে শুরু হয়ে ২০০২, ২০১১ এবং ২০২১ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত হয়েছে। বর্তমানে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ সালে চালু হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি বিষয়ের মতো বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন শিক্ষকের দক্ষতা, সক্রিয়তা, আন্তরিকতা ও বিষয়জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এ কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট দিক সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

- বিভিন্ন শ্রেণিতে ধাপে ধাপে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জিত হওয়ার কথা। প্রান্তিক যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক বিভাজিত রূপকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বলে।
- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে প্রতিটি শ্রেণিতে প্রতিটি প্রান্তিক যোগ্যতার যতটুকু অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে তাকে বলা হয় শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা।

ছক

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বিস্তরণ

শিশুকে যোগ্যতাগুলো বিভিন্ন শ্রেণিতে ধাপে ধাপে অর্জন করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোকে বিভাজন করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি শ্রেণির জন্য শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, সীমিত থেকে বিস্তৃত ইত্যাদি মনোবৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো একটি প্রান্তিক যোগ্যতার প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ক্রমবিন্যাসকে শিখনক্রম বলে। বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে ক্রমানুসারে বিভাজনের সময় শিশুর বয়স, মেধা, মানসিক পরিপক্বতা, গ্রহণ ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো কোন শ্রেণিতে শুরু বা কোন শ্রেণিতে কতটুকু অর্জিত হবে তা নির্দিষ্ট করে প্রণয়ন করা হয়। শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা যেকোনো শ্রেণিতে শেষ হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ভিত্তিক ১০টি যোগ্যতা

১. বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা।

৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় কবি, জাতীয় দিবস ইত্যাদি) সম্পর্কে জেনে নিজের জাতীয় পরিচয়ে গর্ববোধ করা এবং আচরণে তা প্রকাশ করা।

৪. বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৫. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা, সুরক্ষা, মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া।

৬. ব্যক্তিজীবনে নৈতিক ও মানবিক আচরণ (সততা, স্বচ্ছতা, পরমতসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মনোভাব, সদাচার, ভালোমন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা) করতে পারা।

৭. বাংলাদেশের মানচিত্র, ভৌগোলিক পরিচয়, আয়তন, সীমানা, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (ভূমিরূপ, নদ-নদী) এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (জনসংখ্যা, কৃষি, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ, আমদানি-রপ্তানী) এর গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ও পুনর্ব্যবহারে ভূমিকা রাখা।

৮. বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে জেনে সকল ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন এবং ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা।

৯. আর্থিক সাক্ষরতা (হিসাব-নিকাশ, লেন-দেন, সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার, সঞ্চয়ী মনোভাব) অর্জন করে দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার করা ।

১০. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

অংশ - খ (১)	আবশ্যকীয় শিখনক্রম

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
[১] বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১ নিকট পরিবেশের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক জেনে পরিবেশবান্ধব ভূমিকা রাখা।	১.১ চেনা- জানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা।	১.১ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে জেনে তা সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করে পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতির আর্থ-সামাজিক প্রভাব জেনে পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা
[২] জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা।	২.১ বিভিন্নতা (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান) নির্বিশেষে সকল সহপাঠীর সাথে মিলেমিশে চলা, তাদের প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং সহযোগিতামূলক আচরণ করা।	২.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা।	২.১ সমাজের সকলের সাথে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	২.১ বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা।	২.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু/ ব্যক্তির প্রতি সহমর্মী হওয়া এবং তাদের চাহিদা অনুধাবনপূর্বক সহযোগিতা করা।
	২.২ ছেলে-মেয়ের সমতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক আচরণ করা।	২.২ পরিবার ও বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরস্পরকে সহযোগিতা করা।	২.২ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জেন্ডার সমতা ও নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।	২.২ সমাজে জেন্ডার অসমতার ক্ষেত্রগুলো অনুধাবন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেন্ডার সমতাভিত্তিক আচরণ করা।	২.২ ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেতন ভূমিকা পালন করা
	******	*******	*******	২.৩ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জেনে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান করা।	২.৩ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য জানার মাধ্যমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
[৩] বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় কবি, জাতীয় দিবস ইত্যাদি) সম্পর্কে জেনে নিজের জাতীয় পরিচয়ে গর্ববোধ করা এবং আচরণে তা প্রকাশ করা।	৩.১	৩.১	৩.১	৩.১	৩.১
	*******	*******	৩.২ ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি অবগত হয়ে এর তাৎপর্য অনুধাবনপূর্বক ভাষা শহিদদের সম্মান করা।	৩.২ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	৩.২ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি (অপারেশন সার্চলাইট, ***** মুজিবনগর সরকার, মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব) জেনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া
	৩.২ জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান বলতে পারা এবং এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	৩.২ জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় প্রতীক, জাতীয় কবি	৩.৩ বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে	৩.৩ জাতীয় শিশু দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে উদযাপনে অংশগ্রহণ করা।	*******

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		ও জাতীয় দিবসসমূহ) সম্পর্কে জেনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	দিবসসমূহ উদযাপন করা।		
	*******	৩.৩ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পোশাক ও খাবার সম্পর্কে জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।	৩.৪ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (ভাষা, খাবার, পোশাক, সংগীত, নৃত্য উৎসব-অনুষ্ঠান) জেনে এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	৩.৪ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চিরায়ত উৎসব (পহেলা বৈশাখ, নবান্ন, পৌষ মেলা, বসন্ত উৎসব) সম্পর্কে জেনে জাতীয় সংস্কৃতি চর্চা করা।	৩.৪ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নির্দশন সম্পর্কে জেনে ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা।
[৪] বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া	৪.১ পৃথিবীর অধিবাসী হিসেবে আগ্রহের সাথে নিজের অবস্থান বুঝতে পারা।	৪.১ নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	৪.১ মহাদেশ, মহাসাগর সম্পর্কে জেনে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের প্রতি আগ্রহী হওয়া।	৪.১ আগ্রহের সাথে এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে পারা।	৪.১ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনুধাবন করে এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
	*******	*******	*******	*******	৪.২ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্বনাগরিক হয়ে গড়ে উঠা।
[৫] পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া	৫.১. নিজের বেড়ে ওঠায় পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে জেনে পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা।	৫.১. পরিবারকে ভালোবেসে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করা।	৫.১ পরিবারের ছোট ও বড়দের প্রতি করণীয় বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা।	৫.১ সমাজ সম্পর্কে জেনে আগ্রহের সাথে সমাজের প্রতি নিজ ভূমিকা পালন করা।	৫.১ রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা।
	৫.২ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কে জেনে নিজেকে নিরাপদ রাখা।	৫.২. শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা।	৫.২ পরিবারের নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে প্রয়োজনে প্রযোজ্য সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করা।	৫.২ নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা অর্জন করতে পারা।	৫.২ সামাজিক সমস্যা হিসেবে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা রোধ করা।
	৫.৩ পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এ বিষয়ে যত্নশীল হওয়া।				

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
	*******	*******	**৫.৪ শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে**	*******	**৫.৪ মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন**

			তা অর্জন করতে পারা।		হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করা।

অংশ - খ (২)	শিখনফলের তালিকা

শ্রেণি	শিখনফল
১ম	১.১.১ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদান চিহ্নিত করতে পারবে।
১ম	১.১.২ পরিবেশের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
১ম	১.১.৩ পরিবেশের সাথে নিজের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারবে।
১ম	২.১.১ নিজের ও সহপাঠীদের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
১ম	২.১.৩ সহপাঠীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে।
১ম	৫.৪.১ সড়ক চলাচলে ব্যবহৃত ট্রাফিক বাতির সংকেতসমূহের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
২য়	২.১.২ শিশুর জীবনে প্রতিবেশীর গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
২য়	৩.২.১ জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।
২য়	৬.২.২ নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব বলতে পারবে।
২য়	৫.২.১ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারবে।
২য়	৯.১.১ ব্যক্তিগত জীবনে টাকার ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।
২য়	৯.১.৩ ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চয়ী হতে সচেষ্ট হবে।
৩য়	৩.২.১ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে।
৩য়	৩.২.২ ভাষা আন্দোলনের শহিদদের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে।
৩য়	৩.২.৩ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব বলতে পারবে।
৩য়	৩.২.৪ ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।
৩য়	৩.৩.৫ জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করতে পারবে।
৩য়	৫.২.৩ সুরক্ষায় বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রতিবেশীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে।
৪র্থ	২.১.১ সমাজের প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলো সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪র্থ	২.২.৩ জেন্ডার সমতাভিত্তিক আচরণ করতে পারবে।

৪র্থ	৩.৩.৩ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় দিবস উদযাপন করতে পারবে।
৪র্থ	৩.৪.১ বাংলাদেশের চিরায়ত উৎসবসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।
৪র্থ	৩.৪.২ চিরায়ত উৎসবসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।
৪র্থ	৩.৪.৩ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসবসমূহ পালন করতে পারবে।
৫ম	২.১.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫ম	৫.৪.১ মানবাধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৫ম	৫.৪.২ মানবাধিকার রক্ষার উপায়সমূহ বলতে পারবে।
৫ম	৫.৪.৩ মানবাধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
৫ম	৪.২.৪ সার্ক, ওআইসি ও জাতিসংঘের ধারণা থেকে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে।
৫ম	৫.২.২ সামাজিক সমস্যা হিসেবে বাল্যবিবাহের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫ম	৬.১.২ পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫ম	৭.৫.৩ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

অংশ - খ (৩)	বিষয়ভিত্তিক, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফলের এবং বিষয়বস্তুর সম্পর্ক

১ম শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[১] বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১ নিকট পরিবেশের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক জেনে পরিবেশে ভূমিকা রাখা।	১.১.১ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদান চিহ্নিত করতে পারবে।	পরিবেশ

২য় শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[২] জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা।	২.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে জেনে তাদেরকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা করা।	২.১.১ প্রতিবেশী সম্পর্কে বলতে পারবে।	প্রতিবেশীর পরিচয়

৩য় শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[১] বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে জেনে তা সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।	১.১.১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবে।	পরিবেশের বৈচিত্র্য

৪র্থ শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[৪] বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	৪.১ আগ্রহের সাথে এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্বেষণ করতে পারা।	৪.১.১ এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্নতা বর্ণনা করতে পারবে।	এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

৫ম শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	বিষয়বস্তু
[৫] পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা. সুরক্ষা ও মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া	৫.১ রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা।	৫.১.১ রাষ্ট্রের ধারণা বলতে পারবে।	রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

সহায়ক তথ্য ০২	অধিবেশন - ০২: শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রাথমিক স্তরের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক পরিচিতি/বিশ্লেষণ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. ৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. ৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের সমন্বয় করতে পারবেন।

অংশ - ক	পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

১. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত হয়েছে।

২. প্রতিটি পাঠে নির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিফলন ঘটেছে।

৩. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে।

৪. বইটির সকল পাঠ ও নির্দেশিত কাজ শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে।

৫. বইগুলোতে শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলো সন্নিবেশন করা হয়েছে।

৬. বইগুলোতে শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক বিষয়সমূহের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়কে একাধিক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

৭. নিজ পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশন করা হয়েছে এবং এলাকার উন্নয়নে শিশুর ভূমিকা, নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক গুণাবলি অর্জনের জন্য মিলেমিশে থাকা, উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা, বিভিন্ন পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য বিষয়বস্তু আনা হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে বিষয়বস্তু সংযোজিত হয়েছে।

৮. পাঠ্যপুস্তকগুলোতে প্রাসঙ্গিক রঙিন ছবি, চার্ট, ছক ও মানচিত্র সন্নিবেশিত আছে।

৯. বিষয়-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা ম্যাট্রিক্স সংযোজন করা হয়েছে।

১০. শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শব্দের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বইয়ের শেষে শব্দভান্ডার দেওয়া আছে।

অংশ - খ	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ-সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে যাতে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বইগুলোতে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীগণ বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করবে। নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে শিক্ষার্থীকে সমাজ ও দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করাই এ বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য। যৌক্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধানের যোগ্যতা অর্জন করবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে সচেতন নাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মূলনীতির আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচার নীতি ধারণ করে সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, নারী-পুরুষের সমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের কথা পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এসব মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চর্চার মাধ্যম কীভাবে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যোগ্যতা অর্জন করা যায় তার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকগুলো রচনা করা হয়েছে।

অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করে সুস্থ নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন প্রসঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে সক্রিয় একজন নাগরিক হিসেবে অবদান রাখার বিষয়টিও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নমুনা ছক

অধ্যায় শিরোনাম	মৌলিক বিষয়সমূহ	শিখনসমূহ

অংশ - গ	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের সমন্বয়

বিষয়বস্তু	শিখনফল
প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ	১.১.১ প্রাকৃতিক পরিবেশের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
	১.১.২. সামাজিক পরিবেশের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
	১.১.৩. প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহের শ্রেণিকরণ করতে পারবে।
	১.১.৪ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব বলতে পারবে।
	১.১.৫ নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নশীল হবে।

সহায়ক তথ্য ০৩	অধিবেশন - ০৩: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) শিখন-শেখানা পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন;

খ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের নাম বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তু উপযোগী শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে পারবেন।

অংশ - ক	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

পদ্ধতি: কোন পাঠের নির্ধারিত শিখনফল ও যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সামগ্রিকভাবে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাই হলো পদ্ধতি।

কৌশল: পদ্ধতির একটা অংশ হচ্ছে কৌশল। ফলপ্রসূ শিখন-শেখানো কেবল একটি পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বয়েই একটি বিষয়বস্তুর ফলপ্রসূভাবে পাঠ পরিকল্পনা করা সম্ভব। কৌশল হলো একটি পদ্ধতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড।

পদ্ধতি হলো একটি পাঠের বিভিন্ন কর্মকান্ড। তবে ক্ষেত্র বিশেষে পদ্ধতি কৌশল হিসেবে আবার কৌশল ও পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। যেমন বক্তৃতা পদ্ধতিতে একঘেয়েমি দুর করতে এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আবার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহারের সময় বক্তৃতাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

অংশ - খ	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের তালিকা

কেস -১

জনাব খালেদা আক্তার এড়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি আজ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে আমাদের সংস্কৃতি বিষয়বস্তুর উপর পাঠ উপস্থাপন করছেন। তিনি ক্লাসে প্রবেশ করে সকল শিক্ষার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করলেন এবং শিখন-শেখানো পরিবেশ সৃষ্টি করলেন।
এরপর পূর্বপাঠের জ্ঞান যাচাই করে আজকের পাঠের শিরোনাম আমাদের সংস্কৃতি "ভাষা ও পোশাক" ঘোষণা করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন আমরা কোন ভাষায় কথা বলি? উত্তর শোনার পর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন আমাদের মাতৃভাষা কোনটি? এরপর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন বাংলাদেশের সকলের মাতৃভাষাই কি বাংলা? উত্তর শোনার পর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন আমরা যে পোশাক পরি তা কি অন্যান্য দেশের পোশাকের মত? না কি ভিন্নতা আছে? এর পর তিনি শিক্ষার্থীর জোড়ায় আলোচনা করে উত্তর খাতায় লিখতে বললেন এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর শুনলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন আমরা প্রধানত কী ধরনের খাবার খাই? পৃথিবীতে সবাই কি আমাদের মত খাবার খায়? তিনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তরগুলো শুনলেন এবং কিছু বিষয় সংযোজন করলেন। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন আমরা যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- পহেলা বৈশাখ, পৌষ মেলা, নবান্ন পালন করি কিংবা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা অথবা অন্য দেশের লোকেরা কী এগুলো

পালন করে? তিনি উত্তরগুলো শুনলেন এবং নতুন কিছু তথ্য সংযোজন করলেন। এরপর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন তোমরা গান শোন*? কী* ধরনের গান আমরা গাই বা শুনি? এমনভাবে প্রশ্নগুলো করলেন সকল শিক্ষার্থীরা কৌতুহলী হয়ে উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়। *উত্তরের* সুত্র ধরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমাদের সংস্কৃতির আরো যেসব বিষয় আছে তা বের করে আনেন। উপরের প্রশ্ন ও উত্তরের আলোকে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এগুলো সবকিছু মিলেই আমাদের অর্থাৎ বাংলদেশের সংস্কৃতি।

কেস-২

সহকারী শিক্ষক জনাব রফিকুল ইসলাম আজ ৩য় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অধ্যায় **১১** থেকে যারা উৎপাদন করেন বিষয়বস্তুর উপর পাঠ উপস্থাপন করছেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সকল শিক্ষার্থীর সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের পর তিনি পাঠ ঘোষণা করলেন ‘যারা উৎপাদন করেন’। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তিনি কৃষকের ভূমিকার কথোপকথন, জেলের ভূমিকার কথোপকথন সম্বলিত ধারা বর্ণনা তৈরি করেন এবং সেই অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত ভালভাবে ভূমিকা ফুটিয়ে তুলতে পারে এমন শিক্ষার্থী নির্বাচন করলেন।

- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হবে তারা কী কী পর্যবেক্ষণ করবে, তিনি তা ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। অর্থাৎ ভূমিকাভিনয় পর্যবেক্ষণ করে কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করলো এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী তা তাদের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে বললেন।
- এবার শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর ভূমিকাভিনয় বাস্তবায়ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিলেন।
- ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তর আলোচনা করে ভূমিকার বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরলেন যা হবে শিখন অর্জনের সাথে সম্পর্কিত।
  যেমন- কে কৃষক? সে কী কী উৎপাদন করে? তারা কীভাবে আমাদের সাহায্য করে থাকে? ইত্যাদি।
- ভালো অভিনয়ের জন্য সকলকে প্রশংসা করলেন।

শিক্ষার্থীদের সমকালীন জীবনের চাহিদা, তাদের আগ্রহ, তাদের সক্রিয়তা, অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতাকে বিবেচনায় রেখে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ’ বিষয়ে কার্যকর কিছু শিখন-শেখানো ***পদ্ধতি*** ও **কৌশল**গুলো হলো–

পদ্ধতি

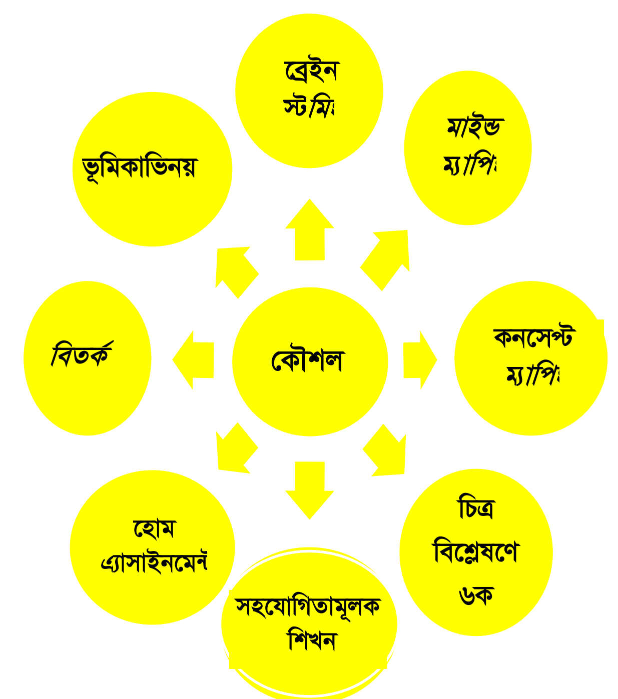

কৌশল

শুধুমাত্র শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলই নয় শিখনকে ফলপ্রসূ করতে শিশুর বয়স, সামর্থ ও আগ্রহ অনুযায়ী শিখন সামগ্রী নির্বাচন এবং তা ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ে শিখন সামগ্রী হিসেবে পাঠ্যবই, শিক্ষক সহায়িকা, ছবি, চার্ট, মানচিত্র, মডেল, বাস্তব উপকরণ, সংবাদপত্র, শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ও চকবোর্ড অন্তর্ভূক্ত।

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রয়োগযোগ্য কিছু পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়বস্তুর আলোকে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করা হলো−

আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method) এবং এর প্রয়োগ কৌশল

শ্রেণি পাঠ পরিচালনায় আলোচনা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলোচনায় সাধারণত মতামত প্রকাশ করা হয়, যা সমস্যা সমাধানের পক্ষে খুবই মূল্যবান। আলোচনার সূত্রপাত হয় মূলত কোনো একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা জোড়ায় অথবা দলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ পাঠ্যপুস্তকের অনেক বিষয়বস্তুই আছে যা আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা যায়। যেমন– আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব, সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা, সমাজের বিভিন্ন পেশা, নাগরিক অধিকার, এলাকার উন্নয়ন, জলবায়ু ও দুর্যোগ, নারী পুরুষ সমতা ইত্যাদি।

আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ

উদাহরণ: চতুর্থ শ্রেণি, *অধ্যায়*-২, বিষয়বস্তু: নারী ও পুরুষ

- বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিশুদের পূর্ব ধারণা ব্যবহার করে আলোচনার সূত্রপাত করুন।
- শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। লক্ষ্য রাখুন দলে যেন সব ধরনের শিক্ষার্থীই থাকে। প্রত্যেক দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করতে *সহায়তা দিন।*
- দলে নিচের সমস্যাগুলো ভাগ করে দিন।

সমস্যা: ১. কোন কাজগুলো শুধুমাত্র পুরুষদের করতে দেখা যায়?
২. কোন কাজগুলো শুধুমাত্র নারীদের করতে দেখা যায়?
৩. কোন কাজগুলো নারী ও পুরুষ উভয়কে করতে দেখা যায়?

- শিক্ষার্থীদেরকে দলে আলোচনা করে মতামত তালিকাবদ্ধ করতে বলুন।
- দলীয় কাজের সময় ঘুরে ঘুরে কাজ পরিবীক্ষণ করুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন যেন তারা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু থেকে বিচ্যুত না হয়।
- প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করুন।
- পাঠ্যবই এ প্রদত্ত ছক অনুযায়ী তথ্যগুলো বোর্ডে লিখুন।
- সকল দলের তথ্য লেখা শেষ হলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে ফিডব্যাক প্রদান করুন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করুন।

প্রশ্ন-উত্তর (Question-Answer) পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ কৌশল

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনে প্রশ্ন-উত্তর একটি বহুল ব্যবহৃত শিখন-শেখানো পদ্ধতি। কখনো কখনো এ পদ্ধতি পুরো পাঠ উপস্থাপনে আবার কখনো একটি পাঠের অংশ বিশেষ উপস্থাপনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষে বিষয় উপস্থাপনে এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ নির্ভর করে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয় শিক্ষকের যথার্থ পরিকল্পনা ও তাঁর দক্ষতার উপর।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে *পাঠ সংশ্লিষ্ট* প্রশ্ন করেন, শিক্ষার্থী উত্তর দেয়। উত্তরের সূত্র ধরে আবার প্রশ্ন করেন, অন্যদের কাছ থেকেও উত্তর জানতে সচেষ্ট হন। আর এভাবে প্রশ্নোত্তরের আলোকে পুরো বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ: চতুর্থ শ্রেণি, অধ্যায়-১৬, বিষয়বস্তু: 'আমাদের সংস্কৃতি: ভাষা ও পোশাক' শীর্ষক পাঠটি বিবেচনা করা যাক। নিচের প্রশ্নগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রশ্নকরণ ও তার উত্তরের আলোকে বিষয়বস্তুটির ধারণা স্পষ্ট করুন।

- আমরা কোন ভাষায় কথা বলি?
- আমাদের মাতৃভাষা কোনটি?
- বাংলাদেশের সকলের মাতৃভাষাই কি বাংলা?
- আমরা যে পোশাক পরি তা কি অন্যান্য দেশের পোশাকের মত? না কি ভিন্নতা আছে?
- আমরা প্রধানত কী ধরনের খাবার খাই? পৃথিবীর সবাই কি আমাদের মত খাবার খায়?
- আমরা যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- পহেলা বৈশাখ, পৌষ মেলা, নবান্ন পালন করি কিংবা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীরা অথবা অন্য দেশের লোকেরা কী এগুলো পালন করে?
- তোমরা গান শোন? কী ধরনের গান আমরা গাই বা শুনি? এমনভাবে প্রশ্নগুলো করুন যাতে শিক্ষার্থীরা কৌতুহলী হয়ে উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়।
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমাদের সংস্কৃতির আরও যেসব বিষয় আছে তা বের করে আনুন।
- উপরের প্রশ্ন ও উত্তরের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এগুলো সবকিছু মিলেই আমাদের অর্থ্যাৎ বাংলদেশের সংস্কৃতি।

এবার উপরের প্রশ্নের মত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভাষা, মেয়েদের পোশাক ও ছেলেদের পোশাক সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচলনা করুন।

এ ধরনের শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে উপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার মাত্রাকে আরো বেশি মূর্ত করে তুলে। সাথে সাথে শিখন-শেখানো কার্যাবলি আনন্দদায়ক হয়ে উঠে।

লক্ষ করুন, এখানে -

- শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা নির্ভর বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা হয়েছে।
- প্রশ্নগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়েছে।
- এমনভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কৌতুহলী হয়।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন (linkage) করে পরবর্তী প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা/অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন ধারণা (সংস্কৃতি) প্রদান করা হয়েছে।

এভাবে ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ের বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়বস্তু, যেমন - সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (৪র্থ), আমাদের মুক্তিযুদ্ধ(৪র্থ), আমাদের ইতিহাস (৩য়) ও আমাদের সংস্কৃতি (৩য়), আমাদের পরিবেশ (৩য়), জলবায়ু ও দুর্যোগ (৫ম), ইত্যাদি আমরা প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারি।

পর্যবেক্ষণ (Observation) পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ কৌশল

আমাদের পরিবেশ ও সমাজে কিছু বিষয় বিদ্যমান যা সম্পর্কে বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে ঐ বিষয়গুলো ভালভাবে অবলোকন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আহরণের জন্য শিখন-শেখানো পদ্ধতি হিসেবে *পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ প্রতিরোধ, সমাজের বিভিন্ন পেশা, এলাকার উন্নয়ন, কাজের মর্যাদা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবনধারা ইত্যাদি বিষয়বস্ত সম্পর্কে বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন এবং তার আলোকে নিজেদের কাঙ্খিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য শিখন-শেখানো পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের আলোকে বাস্তবক্ষেত্রে সশরীরে হাতে-কলমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষেণ করে পর্যবেক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যা শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনকে স্থায়ী ও বাস্তবমুখী করতে সহায়তা করে।

উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ের তৃতীয় শ্রেণির অধ্যায়-০১ এর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য বিষয়টি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হলো-

- পাঠের বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য নির্ধারণ করুন ও শিক্ষার্থীদের বিষয়টি ভালভাবে অবহিত করুন।
- শিক্ষার্থীরা কী কী পর্যবেক্ষণ করবে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কী কী উপাদান রয়েছে তা সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিন।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে পর্যবেক্ষণের সময় নির্ধারণ করে দিন।
- পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে কীভাবে খাতায় লিপিবদ্ধ করবে বা তথ্য ছক পূরণ করবে তা বলে দিন। শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করে তথ্য লিপিবদ্ধ করবে।
- পর্যবেক্ষণের নির্দিষ্ট সময় পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনুন।
- দলভিত্তিক সংগৃহীত তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীদেরকে নিচের ছক অনুযায়ী তথ্য শ্রেণিকরণ করতে দিন।

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান	*সামাজিক পরিবেশের উপাদান*
১। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সূর্য,	*সামাজিক পরিবেশের উপাদান ঘর-বাড়ী*

- প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপনে করতে বলুন। দলগত উপস্থাপনে নিয়মাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা দিন।

- সকল দলের তথ্য উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় আলোচনা করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কী কী উপাদান রয়েছে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হোন।

প্রয়োজনে একদিন তথ্য সংগ্রহ এবং পরের দিন সংগৃহীত তথ্যের আলোকে আলোচনা করুন।

ভূমিকাভিনয় (Role Playing) পদ্ধতি ও এর প্রয়োগ কৌশল

শ্রেণিকক্ষে ভূমিকাভিনয় বা রোল প্লেয়িং এর মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায়। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের অনেক পাঠই আছে যা উপস্থাপনে ভূমিকাভিনয় **(Role Playing)** ব্যবহার করে *শিখন*-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা পাঠকে শিশুদের কাছে শুধু আনন্দদায়কই করেনা বরং বিষয়বস্তুকে সহজে অনুধাবনযোগ্য করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐতিহাসিক ঘটনা, সমসাময়িক সামাজিক আচরণ, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনার জীবন্তরূপ তথা বাস্তবরূপ এ পদ্ধতির মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব হয়। যেমন- সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ, দুর্যোগে আমাদের করণীয়, পরিবারে ও বিদ্যালয়ে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়কে বাস্তবরূপে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনে জন্য এ পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই ফলপ্রসূ।

ভূমিকাভিনয়

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ নির্ভর করে বিষয়বস্তুর আলোকে ভূমিকা অনুযায়ী কথোপকথন সম্বলিত ধারা বর্ণনা (script) তৈরি, শিক্ষার্থীদের সে অনুযায়ী প্রস্তুতকরণ ও প্রয়োগের ওপর।

***উদাহরণ:* শ্রেণি ৩য় অধ্যায়-১১, বিষয়বস্তু- যারা উৎপাদন করেন**

- এ বিষয়ের আলোকে কোন কোন ভূমিকার কী ধরনের কথোপকথন থাকবে তা তৈরি করতে হবে, যেমন-
  কৃষকের ভূমিকার কথোপকথন, জেলের ভূমিকার কথোপকথন ইত্যাদি।
- অপেক্ষাকৃত ভালভাবে ভূমিকা ফুটিয়ে তুলতে পারে এমন শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করুন।
- অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কী হবে তা স্পষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ ভূমিকাভিনয় পর্যবেক্ষণ করে কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করলো এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী তা তাদের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে বলবেন।
- ভূমিকাভিনয়ের জন্য স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী অনুশীলনের সুযোগ রাখুন। প্রয়োজনে দু'দিন আগে থেকেই প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- এবার শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর ভূমিকাভিনয় বাস্তবায়ন করুন।
- ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তর আলোচনা করে ভূমিকার বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরতে হবে যা শিখন অর্জনের সাথে সম্পর্কিত।
  যেমন- কে কৃষক? সে কী কী উৎপাদন করে? তারা কীভাবে আমাদের সাহায্য করে থাকে? ইত্যাদি।
- ভালো অভিনয়ের জন্য সকলকে প্রশংসা করুন।

এক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণির 'নৈতিক ও মানবিকগুণ' অধ্যায়ের 'ন্যায় ও অন্যায়' বিষয়ের অংশটুকু দিয়ে ভূমিকাভিনয় করা যেতে পারে।

অনুসন্ধান শিখন-শেখানো (Inquiry Based Teaching Learning) পদ্ধতি ও প্রয়োগ কৌশল

শিশুকে চিন্তাশীল, সৃজনশীল, স্বপ্রণোদিত শিক্ষার্থী হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান শিখন-শেখানো পদ্ধতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজ করার মাধ্যমে শিখন কৌশলই এর মূলমন্ত্র। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়- *এ অনুসন্ধান* এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সমাজ শিক্ষার মূল ধারণাগুলো লাভ করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা বিষয়ের আলোকে প্রশ্ন (জিজ্ঞাসা) প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠন করে। সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনুসন্ধান শিখন প্রক্রিয়ায় নানা রকমফের থাকলেও মূল ধাপগুলো একই বার্তা প্রতিফলিত করে। আর তা হলো- সমস্যা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও সাধারণীকরণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়'-এ অনুসন্ধান শিখন-শেখানোয় পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ধাপ-১: প্রশ্ন/সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও ব্যাখ্যাকরণ।

ধাপ-২: অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: মূল সমস্যার আলোকে সম্ভাব্য সমাধান।

ধাপ-৩: তথ্য সংগ্রহ ও সংগঠন।

ধাপ-৪: তথ্য বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যাকরণ।

ধাপ-৫: সাধারণীকরণ বা সিদ্ধান্তগ্রহণ।

এ ধাপগুলো অনুসরণ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য বিষয় সম্পর্কিত শিখন সহায়ক সামগ্রীর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত প্রাথমিক স্তরে শিশুদেরকে অনুসন্ধান করার সহায়ক সামগ্রী নির্বাচন ও সরবরাহের উপর এ *পদ্ধতির সফল* বাস্তবায়ন নিভর্রশীল। 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ের নানা ধরনের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের *সামগ্রী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।*

উদাহরণ

চতুর্থ শ্রেণির বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রয়োগ করতে যে সমস্ত শিখন সহায়ক সামগ্রী প্রয়োজন তা হলো :

ক) অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবজনিত ছবি
খ) কম জনসংখ্যার প্রভাবজনিত ছবি
গ) জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কিত শিশু উপযোগী তথ্যপত্র
ঘ) সংগৃহীত প্রত্রিকার প্রতিবেদন
ঙ) বিষয় সম্পর্কিত শিশু উপযোগী বই ইত্যাদি।

অনুসন্ধান শিখন-শেখানো পদ্ধতির ধাপ অনুসরণ করে বিষয়টি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা যায় তা বর্ণনা করা হলো:

প্রথম ধাপ

- শিক্ষক অতিরিক্ত জনসংখ্যাসম্বলিত পরিবারের ছবি, যানবাহনে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাবজনিত ছবি, অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কিত ছবি প্রদর্শন করবেন।

- *প্রতিটি* ছবি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে শিক্ষক মূল সমস্যা বা প্রশ্ন উপস্থাপন করবেন ও বোর্ডে লিখবেন।

সমাজে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কীরূপ প্রভাব পরে?

দ্বিতীয় ধাপ

- শিশুদেরকে প্রশ্ন করুন- তোমরা কি মনে কর যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব আছে?
কী কী ক্ষেত্রে এ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?
কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব পরে?

এক প্রশ্নের সূত্র ধরে ধারাবাহিকভাবে অপর প্রশ্নগুলো করুন। শিশুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো এক এক করে বোর্ডে লিখুন। যেমন-

১. পরিবারের উপর নানা ধরনের প্রভাব পরে।
২. যানবাহনের উপর প্রভাব পরে।
৩. পরিবারে থাকা খাওয়ার অসুবিধা হয়।
৪. চলাচলের অসুবিধা হয় ও দুর্ঘটনা বেড়ে যায় ইত্যাদি।

উত্তরের আলোকে শিশুদের সহায়তায় এমনভাবে প্রশ্নের অবতারণা করুন যার ওপর নির্ভর করে তারা তথ্য সংগ্রহ করে মূল সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পাওে ও গৃহীত অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রমাণ বা সাধারণীকরণ করতে পারে।

প্রশ্ন:

১. অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবারের ওপর কী কী ধরনের প্রভাব ফেলে?
২. অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে যানবাহনের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের অসুবিধা হয়?
৩. পরিবেশের ওপর কী কী ধরনের প্রভাব পরে?

এবার শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন- আমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কীভাবে পেতে পারি? শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে *বলুন*- ছবি, তথ্যপত্র, পত্রিকা, বই ইত্যাদি থেকে আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে পারি।

তৃতীয় ধাপ

- শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। দলের সংখ্যা শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যার উপর নির্ভর করবে।
- প্রত্যেক দলে প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র সরবরাহ করুন।
- দ্বিতীয় ধাপে নির্ধারিত প্রশ্নগুলোর আলোকে তথ্যপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে ও তাদের নোট খাতায় তা লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

চতুর্থ ধাপ

এই ধাপে সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে ।

- দলে আলোচনা করে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রতিবেদন তৈরি করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে এক এক করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে বলুন।

- সম্ভব হলে প্রত্যেক দলের উপস্থাপিত বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করুন।

পঞ্চম ধাপ

এধাপের প্রধান কাজ হলো আলোচনা থেকে সাধারণীকরণে উপনীত হওয়া বা অনুমিত সিদ্ধান্তের প্রামাণিক যৌক্তিকতা তুলে ধরা।

- এবার শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর আলোকে এমনভাবে কিছু প্রশ্ন করুন যাতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সাধারণীকরণের জন্য সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে সাধারণীকরণ হতে পারে-

১. অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবারে খাদ্যের অভাব ঘটায় । বসবাসের অসুবিধা তৈরি হয়।
২. বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে যাতায়াতে অসুবিধা হয়। নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।
৩. অধিক পরিমাণে তৈরীকৃত বর্জ্য পরিবেশের দূষণ ঘটায়। সহজে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যায় না।

শিক্ষার্থীদেরকে গৃহীত অনুমিত সিদ্ধান্তের সাথে সাধারণীকরণের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শেষ করুন।

‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বিষয়ে শিখন কৌশল

বাংলদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তু শ্রেণিতে সফলভাবে উপস্থাপনের জন্য শিখন-শেখানো পদ্ধতির পাশাপাশি সংগতিপূর্ণ শিখন কৌশল ব্যবহার করে শিখন- শেখানো কার্যাবলিকে আনন্দদায়ক ও কার্যকরী তথা শিক্ষার্থীর পুরোপুরি *শিখন* (mastery learning) নিশ্চিত করা সম্ভব। এ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে ব্যবহার উপযোগী বিশেষ
কতকগুলো শিখন কৌশল হলো–

১. মাথা খাটানো (Brain Storming) ২. *মন চিত্রায়ন* (Mind Mapping) ৩. *ধারণা চিত্রায়ন* (Concept Mapping) ৪. চিত্র বিশ্লেষণে ৬ক (Picture Interpretation) ৫. সহযোগিতামূলক শিখন (Collaborative Learning) ৬. *তালিকাকরণ* (Listing) বিভিন্ন শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কী ধরনের প্রাথমিক/পূর্ব ধারণা (Prior Knowledge) *বিদ্যমান তা জানা এবং শিখন* -শেখানো কার্যাবলিতে সেটি কাজে খাটিয়ে নতুন ধারণা অর্জনে সহায়তা করা শিক্ষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রাথমিক/পূর্ব ধারণার ভিত্তিতেই নতুন ধারণা/অভিজ্ঞতা সংযোজনের ফলে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন ফলপ্রসূ ও স্থায়ী হয়। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক/পূর্ব ধারণাকে শিখনশেখানো কার্যাবলিতে ব্যবহার করার কার্যকরী কৌশল হলো - ১. মাথা খাটানো (Brain Storming) ২. *মন চিত্রায়ন* (Mind Mapping) ৩. *ধারণা চিত্রায়ন* (Concept Mapping)

মাথা খাটানো (Brain Storming)

উদাহরণ

- *শ্রেণির* শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ভাল মানুষ কাদের বলে? প্রশ্নটি করুন।
- শিক্ষার্থীদের ২/৩ মিনিট চিন্তা করার সময় দিন। প্রয়োজনে তাদের খাতায় নোট করতে বলুন।

- শিক্ষার্থীদের মতামতগুলো একজন একজন করে প্রকাশ করতে *বলুন। প্রাপ্ত* মতামতগুলো বোর্ডে লিখুন। সকল মতামতই গ্রহণ করুন। এখানে ভুল শনাক্ত করা বা সংশোধন করা থেকে বিরত থাকুন।
- মতামতগুলো সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বোর্ডে লিখুন।
- সকলের ধারণা পাওয়ার পর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

এভাবে বিভিন্ন শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় - এর বিষয়বস্তু প্রাথমিক ধারণা/পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহারে এ কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মন চিত্রায়ন (Mind Mapping)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে কীভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মাইন্ড ম্যাপিং ব্যবহার করা যায় তা উদাহরণের
মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল। চতুর্থ শ্রেণি, অধ্যায়-৪, সামাজিক অধিকার বিষয়টি বিবেচনা করা যাক– নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে আমরা মাইন্ড ম্যাপিং কৌশল ব্যবহার করতে পারি।

- বোর্ডের মাঝামাঝি স্থানে ‘সামাজিক অধিকার’ শব্দটি লিখুন। এখন শিক্ষার্থীদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে ভাবতে বলুন। যেমন- কোনগুলো সামাজিক অধিকার? উদাহরণ হিসেবে ‘বেঁচে থাকার অধিকার’ এর কথা বলুন ও চিত্ররূপ বোর্ডে লিখুন ।
- এবার বেঁচে থাকার জন্য আবার *কী কী* অধিকার প্রয়োজন? প্রশ্নটি করুন ও ভাবতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত ধারণা সংগ্রহ করুন ও বেঁচে থাকার অধিকারের শাখা
  তৈরি করুন (চিত্ররূপ)।
- এভাবে আবার ধাপ-২ থেকে পুনরাবৃত্তি করে অন্যান্য অধিকারের শাখাম্যাপ তৈরি করুন (চিত্ররূপ)।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এর বিভিন্ন বিষয়বস্তু এভাবে মাইন্ডম্যাপিং এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়।

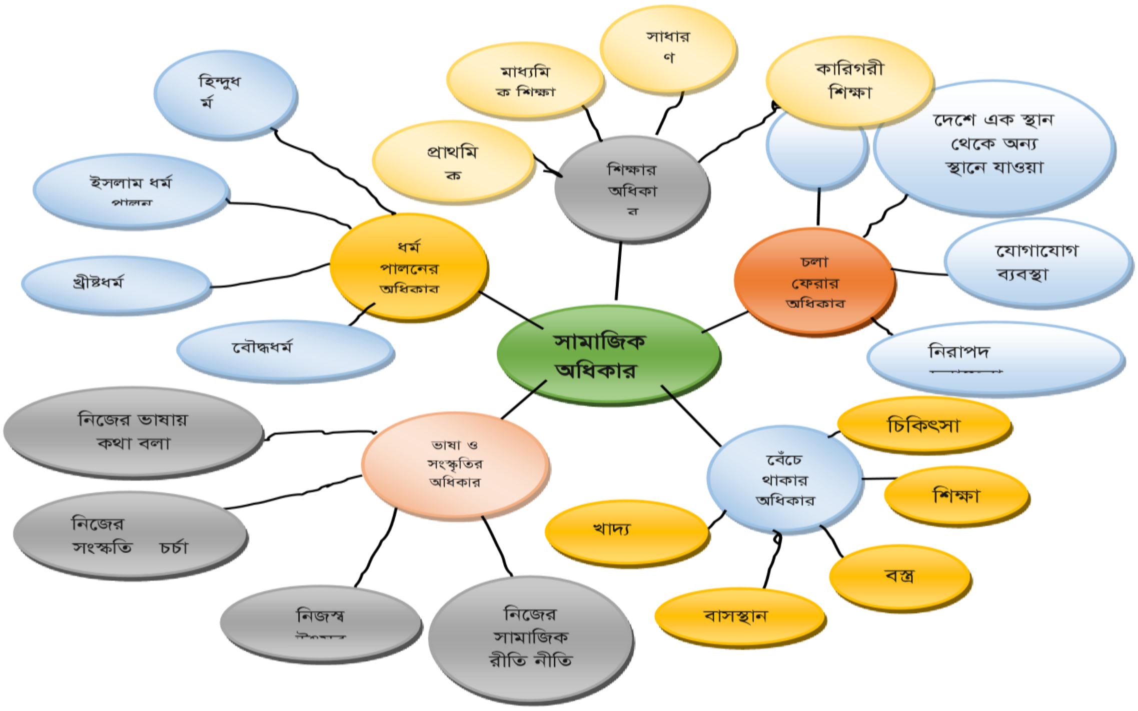

মাইন্ড ম্যাপিং এর নমুনা

রাউন্ডরবিন (Roundrobin) কৌশল

সহযোগিতামূলক শিখন (Collaborative Learning) কৌশলের একটি ধরণ হলো 'রাউন্ডরবিন' কৌশল। এ কৌশল প্রয়োগ করে কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে দলের সদস্যদের ধারণা ও মতামত প্রকাশ করা যায়। বাংলাদেশ ও *বিশ্বপরিচয় এ শিখন*-শেখানো কার্যাবলিতে আমরা এ কৌশল ব্যবহার করতে পারি।

রাউন্ডরবিন

আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করি-

- শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬ জনের দলে ভাগ করুন।
- তুমি কীভাবে তোমার পরিবারকে সাহায্য কর? প্রশ্নটি প্রত্যেক দলে দিন।
- প্রথমে দলের একজন তার পাশের জনকে প্রশ্নটি করবে। সে উত্তরটি মুখে বলবে ও খাতায় লিখে রাখবে। যে উত্তর দিল এবার সে তার পাশের জনকে প্রশ্নটি করবে এবং ঠিক একইভাবে সে উত্তর বলবে ও খাতায় লিখবে। এভাবে প্রত্যেক সদস্য প্রত্যেককে প্রশ্ন করবে ও যাকে প্রশ্ন করবে সে উত্তর দিবে। সকল সদস্যের *অংশগ্রহণ* শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজটি চলবে।
- এভাবে একই সময়ে প্রত্যেক দলের কাজ চলবে ও যাতে সকল দলের কাজ একই সময়ে শেষ হয় সেটি লক্ষ রাখতে হবে।
- দলের প্রত্যেক সদস্যই যেন তাদের ধারণা ও মতামত ব্যক্ত করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- এবার প্রত্যেক দলের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করুন ও বোর্ডে লিখুন।
- আলোচনা করে সারসংক্ষেপ করুন।

ধারণা চিত্রায়ন (Concept Mapping)

শিখন-শেখানো কৌশল হিসেবে ধারণা চিত্রায়ন একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল। ধারণা চিত্রায়ন ধারণা ও মতের মধ্যকার সম্পর্ককে চিত্ররূপে দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন করে। ধারণাগুলোকে কতগুলো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দ্বারা একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্ক রূপে প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থীদের চিন্তাকে সংগঠিত ও কাঠামোবদ্ধ করে তথ্য সম্পর্কে অধিক ধারণা পেতে সহায়তা করে এবং মূল ধারণার সাথে উপ-ধারণা বা সম্পর্কযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারণার সম্পর্ক নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারে। অর্থাৎ **ধারণা চিত্রায়ন হলো একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠিত চিত্ররূপ যা কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণাসমূহের দৃশ্যমান উপস্থাপন প্রক্রিয়া।**
শিখন-শেখানো কার্যবলিতে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধারণা চিত্রায়ন একটি উপযোগী কৌশল। শুধু বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্যই নয়, শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুগত বোধগম্যতার মাত্রা যাচাই করার ক্ষেত্রেও ধারণা চিত্রায়ন *খুবই কার্যকর।*

যেভাবে ধারণাচিত্র তৈরি করা যায়:

- **বিষয়বস্তুর আলোকে মূল ধারণা দিয়ে শুরু করা** বিষয়বস্তু সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করুন বা মূল ধারণা তুলে উপস্থাপন করুন যাতে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে ।
- ***মূল ধারণা চিহ্নিতকরণ*** শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আলোচনার প্রেক্ষিতে মূল ধারণাটি চিহ্নিত করুন। মূল ধারণার আলোকে সম্পর্কযুক্ত সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে ইঙ্গিত দিন। মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে উপ-ধারণা, সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলো লিখুন।
- ধারণাগুলোকে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে প্রকাশ এবং সম্পর্ক রেখা টেনে শেষ করুন।
  এক্ষেত্রে রেখা টেনে মূল ধারণার সাথে উপ-ধারণা ও সংশ্লিষ্ট আরও সুনির্দিষ্ট ধারণার সম্পর্ক তৈরি করা এবং শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে সম্পর্কযুক্ততার কারণ তুলে ধরা।

উদাহরণ

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা যাক। এক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণির অধ্যায়-৬ এর বিষয়বস্তু জলবায়ু পরিবর্তন নেওয়া হয়েছে। জলবায়ু সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন করে বিষয়ের অবতারণা করুন।

- প্রশ্নোত্তর আলোচনার মাধ্যমে মূল ধারণা জলবায়ু পরিবর্তন নির্ধারণ করে বোর্ডে মূল ধারণটি লিখুন। বোর্ডের এমন স্থানে মূল ধারণা লিখুন যাতে সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলো লিখে সম্পর্ক রেখা টেনে চিত্ররূপ উপস্থাপন করা যায়।
- *'জলবায়ু পরিবর্তন কী এবং* কেন বা কীভাবে হচ্ছে' তার সূত্রপাত করে শিক্ষার্থীদেরকে ভাবতে বলুন।
- প্রয়োজনে কিছু উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে ভাবতে উৎসাহিত করুন। তবে সরাসরি উত্তর প্রদান করা যাবে না।
- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এক এক করে কারণগুলো যেমন- যানবাহনের ধোঁয়া, শিল্প কারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি বের করে নিয়ে আসুন। এ কারণগুলো 'জলবায়ু পরিবর্তন' এর চতুর্দিকে চিত্ররূপ লিখুন। রেখা টেনে *সম্পর্ক (*Link) তৈরি করুন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী প্রভাব পরে তা নিয়ে ভাবতে বলুন। ভাবনাগুলোকে সংগ্রহ করে চিত্রের ন্যায় বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করুন।
- এবার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রেখা টেনে সম্পর্ক তৈরি করুন এবং সম্পর্ককে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে সম্পর্কের কারণের ধারণাকে মূর্ত করে তুলুন।

সবশেষে তৈরিকৃত ধারণাচিত্রটি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনা করে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট *করুন।* বিভিন্ন শ্রেণির বাংলদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যা ধারণা চিত্রায়ন কৌশল ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করা যায়।

যেমন-তৃতীয় শ্রেণি: প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, সমাজের বিভিন্ন পেশা, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও *সংরক্ষণ ইত্যাদি।*

চতুর্থ শ্রেণি: সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ, বাংলদেশের জনসংখ্যা ইত্যাদি।

পঞ্চম শ্রেণি: জনসংখ্যা, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক মনোভাব ইত্যাদি।

পঞ্চম শ্রেণি : অধ্যায়- ৬ঃ জলবায়ু পরিবর্তন

ধারণা চিত্রায়ন (Concept Mapping)

চিত্র বিশ্লেষণে ৬ক এর ব্যবহার

বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য, দৃশ্যমান ও মূর্ত এবং আকর্ষণীয় করতে পাঠ্যপুস্তকে ছবি/চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এই ছবি/চিত্র ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেয়া যায়। আবার শিক্ষার্থীরা চিত্র বিশ্লেষণ করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা যেমন অনুমান করতে পারে, তেমনি বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে সে ধারণার প্রয়োগ করতে পারে। আর তাই চিত্র বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এ কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিরোনামহীন চিত্র ব্যবহার করতে হবে।

৬ক দ্বারা কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করা যাক।

কে বা কারা?	*কী?*	কোথায়?
কখন?	কেন?	কীভাবে?

চিত্রের আলোকে কে, কী, কোথায়, কখন, কেন ও কীভাবে ব্যবহার করে প্রশ্নগুলো তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি উদাহরণ নিয়ে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায় তা ব্যাখ্যা করা হলো–

- উপরের চিত্রগুলো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে ৫/৬টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে নির্ধারিত চিত্র ও ৬ক সম্বলিত বিশ্লেষণ ছক *সরবরাহ করুন।*

কাকে *বা* **কাদেরকে** দেখতে পাচ্ছ?	**কোথায়** কাজটি হচ্ছে?
• .... •	• .... • ....

সে/ তারা *কী* করছে? • .... •	**কেন** তারা কাজটি করছে? • .... • ....
কখন কাজটি ঘটছে? • .... •	তাদের কাজকে তুমি **কীভাবে** *মূল্যায়ন কর?* • .... • ....

- কীভাবে কাজটি করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন।
- দলীয় আলোচনা মনিটরিং করুন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন।
- দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে ছকটি পূরণ করা শেষ হলে প্রত্যেক দলকে তাদের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে বলুন। এক্ষেত্রে চিত্র বিশ্লেষণে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে। শিক্ষক সে বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান করবেন।
- ছকের তথ্য দিয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করতে বলুন।
- অনুচ্ছেদ তৈরির শেষে প্রত্যক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

এ কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি ও বয়স বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশ্লেষণ ছকের প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিত্র যেগুলো বিশ্লেষণে বিষয়বস্তু তথ্য অনুধাবনে সহায়ক সে সমস্ত ছবি/চিত্র এ কৌশল প্রয়োগ করে পাঠ উপস্থাপন করা যায়। শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংগঠন, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান দক্ষতার বিকাশ এ কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

অংশ - গ	**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিষয়বস্তু অনুসারে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন**

কর্মপত্র-০১

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

সহায়ক তথ্য ০৪	**অধিবেশন - ০৪: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপকরণ**

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পাঠোপযোগী উপকরণের তালিকা তৈরি করতে পারবেন;

খ. পাঠোপযোগী সহজলভ্য উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. পাঠোপযোগী উপকরণ ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশল বলতে পারবেন।

অংশ - ক	শিক্ষা উপকরণ

পাঠদানকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে বা কোন পাঠের শিখনফল স্বল্প সময়ে, আনন্দের সাথে, সহজভাবে ও অধিকতর স্থায়ীভাবে অর্জনের জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে। অন্য কথায়, পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল যথাযথভাবে অর্জনে যে সকল উপকরণ শিখন-শেখানো কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে।

অংশ - ক-১	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উপকরণের তালিকা

১. দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ

* **বাস্তব উপকরণ:** গাছ, পাতা, জাতীয় পতাকা, বই, পেনসিল ইত্যাদি ।

* **মডেল:** শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, সেতু, গ্লোব, ফল ইত্যাদি ।

* **চার্ট:** জাতীয় প্রতীক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব, মহাদেশ, জনসংখ্যার চার্ট ইত্যাদি ।

* **ছবি:** প্রাকৃতিক দৃশ্য, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, বিদ্যালয়, পেশাজীবী মানুষ ইত্যাদি ।

* **মানচিত্র:** পৃথিবী, মহাদেশ, দেশ, জেলা, উপজেলা ইত্যাদি ।

* **পোস্টার:** স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, জনসংখ্যা ইত্যাদির পোস্টার ।

২. শ্রুতিনির্ভর উপকরণ: রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি ।

৩. দর্শন-শ্রবণনির্ভর উপকরণ: টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি, কম্পিউটার ইত্যাদি।

অংশ - খ	পাঠোপযোগী সহজলভ্য উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ

উপকরণ তৈরি/সংগ্রহের নির্দেশনা ছক:

দল	শ্রেণি	বিষয়বস্তু	শিখনফল	উপকরণ	তৈরি বা সংগ্রহের কৌশল
১	প্রথম শ্রেণি				
২	দ্বিতীয় শ্রেণি				
৩	তৃতীয় শ্রেণি				
৪	চতুর্থ শ্রেণি				
৫	পঞ্চম শ্রেণি				

অংশ - গ	পাঠভিত্তিক উপকরণের ব্যবহার কৌশল

- সকলের দৃষ্টিগোচর করে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।

- প্রথমে বাস্তব ও পরে অর্ধবাস্তব উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
- উপকরণ যখনই প্রয়োজন তখনই প্রদর্শন করতে হবে।
- যে উপকরণ যতক্ষণ প্রয়োজন তা ততক্ষণ সেটা প্রদর্শন করতে হবে।
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করে উপকরণ ব্যবহার করার বিষয়টি মনে রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই উপকরণের বিষয়বস্তু স্পষ্ট করতে হবে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
- শ্রেণি উপোযোগী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

অংশ - ঘ	উপকরণ সংরক্ষণ কৌশল

অংশ খ- ২:

- শ্রেণি, বিষয় ও পাঠ অনুযায়ী আলাদা করে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে।
- চার্ট, পোস্টার, মানচিত্র, ছবি উপকরণ ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- ছোট ছোট জড়বস্তু বা মডেল আলমারিতে বা বাক্সে রাখতে হবে।
- উপকরণ শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
- দামি যন্ত্রপাতি প্রধান শিক্ষকের আলমারিতে রাখতে হবে।
- উইপোকা, ইঁদুর ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রবমুক্ত স্থানে উপকরণ রাখতে হবে।
- মাঝে মাঝে কীটনাশক বা ন্যাপথলিনজাতীয় ঔষুধ দিয়ে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে।

সহায়ক তথ্য ০৫	অধিবেশন - ০৫ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) পাঠ পরিকল্পনার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;

খ) শিখনফলের আলোকে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

অংশ - ক	পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে তা অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পিত হতে হয়। কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখাই হলো পরিকল্পনা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই শিখন শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটান। শিক্ষক আগে থেকেই পরিকল্পনা করবেন তিনি কী শেখাবেন? কীভাবে শেখাবেন? কাকে শেখাবেন? কেন শেখাবেন? কী উপকরণ ব্যবহার করবেন? কীভাবে ফলাবর্তন দিবেন? কখন, কোথায় মূল্যায়ন করবেন?

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত লিখিত রূপটি হলো দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা। একটি পাঠ পরিকল্পনা হলো নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনে পরিকল্পিত পরিকল্পনা যেখানে পাঠের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম এবং মূল্যায়নের রূপরেখা দেওয়া থাকে।

বিষয় বস্তুর আলোকে কী ধরণের পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায় সেটিও পাঠ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক, নির্ভুল ও সযত্নে তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনাই পারে শিখনফল অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখনকে নিশ্চিত করতে। পাঠপরিকল্পনা একজন দক্ষ শিক্ষককে তাঁর পূর্ববর্তী পাঠের ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্য সরবরাহ করে যা তাঁর পরবর্তী পাঠকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

পাঠ পরিকল্পনা

পরিকল্পনা ছাড়া কাজ হলো হালবিহীন নৌকার মতো। তাই শিক্ষককে পাঠদান করার পূর্বেই শিখন শেখানো কার্যক্রমে কী কী পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হবে, কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে, কতটুকু সময় নিয়ে কাজটি করা হবে, কখন এবং কোথায় এবং কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে তার রূপরেখা প্রণয়ন করতে হয়। এ রূপরেখাই হলো পাঠ পরিকল্পনা। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ ও শিখন-শেখানো কৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগের নিমিত্তে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় তাকে পাঠ পরিকল্পনা বলে।

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

- শিখন শেখানো কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত ও ধারাবাহিক করতে;
- উপস্থাপন পর্যায়ের সবকয়টি কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম আকর্ষণীয় করতে;
- শিক্ষার্থীর শিখন সহজ ও স্থায়ী করতে;
- হতাশা এবং অবাঞ্ছিত (আনন্দহীন) অবস্থা এড়ানো জন্য;
- শিখন বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে (Stay on track);
- কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন করতে;
- উপকরণের সঠিক ব্যবহার করতে;
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে।

পাঠ পরিকল্পনার অভাবে একজন শিক্ষক উদ্দেশ্যহীন ঘুরাফেরা/খেই হারিয়ে ফেলেন। ফলে শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যঘাত ঘটে এতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অনেকাংশেই সম্ভব হয় না এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবে শিখনফল অর্জন সম্ভব হয় না।

অংশ - গ	শিখনফলের আলোকে পাঠপরিকল্পনা তৈরি

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

<table>
<tr><td rowspan="4">পরিচিতি</td><td>শিক্ষকের নাম:</td><td>বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়</td></tr>
<tr><td>শ্রেণি: তৃতীয়</td><td>শিক্ষার্থী সংখ্যা:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">শাখা:

সময়:</td><td>উপস্থিতি:</td></tr>
<tr><td>তারিখ:</td></tr>
<tr><td>পাঠ</td><td colspan="2">পাঠ শিরোনাম: যাঁরা উৎপাদন করেন

আজকের পাঠ: কৃষক, জেলে, খামারী</td></tr>
<tr><td>শিখনফল</td><td colspan="2">৮.১.১ বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে বলতে পারবে।

৮.১.২ বিভিন্ন পেশার কাজের বর্ণনা করতে পারবে।</td></tr>
<tr><td colspan="3">উপকরণ: পাঠের ছবি/ভিডিও, চার্ট, কার্ড।</td></tr>
<tr><td colspan="3">শিখন শেখানো কার্যাবলি</td></tr>
</table>

ধাপ	বিষয়	শিখন শেখানো কার্যক্রম	সময়
প্রস্তুতি	কুশল বিনিময়:	শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করব।	২ মি
	শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শিখন পরিবেশ তৈরি:	প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস করব। পাঠের সাথে সংগতি রেখে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করব।	৩ মি
	পূর্বজ্ঞান/পূর্বপাঠের জ্ঞান যাচাই	পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি উৎপাদনকারী পেশার (জেলে, কৃষক, খামারি) একটি করে ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন -এটি কিসের ছবি? -তিনি কী করছেন? -তার পেশার নাম কী?	৪ মি
	পাঠ ঘোষণা:	অতঃপর শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম **"যারা উৎপাদন করেন" ঘোষণা** করবো ও বোর্ডে লিখে দিবো।	১ মি
উপস্থাপন	উপকরণ প্রদর্শন ও বিষয়বস্তুর বর্ণনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দলগত কাজ	● বিভিন্ন উৎপাদককারী পেশাজীবিদের ছবি শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন করব এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করতে দিবো। পরে প্রশ্নত্তোরে আলোচনা করবো। ● শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জনের দলে ভাগ করবো। ● ছবি পর্যবেক্ষণ করে 'কাজ ক' পাঠ্যাংশটুকু বইয়ের নির্দেশমতো পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত স্থানে/খাতায় লিখতে দিবো। ● কাজটি কীভাবে করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবো। ● নির্ধারিত সময় শেষে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবো। ● কাজ চলাকালে ও শেষে তাদের কাজের মূল্যায়ন করবো।	৭ মি ৬ মি
	প্রশ্ন ও উত্তর জোড়ায় কাজ	○ সকল শিক্ষার্থীর কাছে থাকা পাঠ্যবই বন্ধকরতে বলবো। ○ পাঠ্যপুস্তকের নির্দেশনার মতো একজন পেশাজীবীর বক্তব্যগুলো অভিনয়ের করে উপস্থাপন করবো, এবং শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞাসা করবো- বলোতো আমার পেশা কী? ○ একই ভাবে অবশিষ্ট দুটি পেশাজীবীর বক্তব্য উপস্থাপন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। ○ শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠা খুলে কাজ-খ দেখতে বলবো। ○ কাজ খ এর সহায়তায় ছকটি কীভাবে পূরণ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবো। ○ পাঠ্যবইয়ে/খাতায় জোড়ায় কাজটি করতে দিবো এবং ঘুরে ঘুরে কাজটি দেখবো।	৫ মি

	দলগত কাজ	○ সময় শেষে উপস্থাপন করতে দিবো এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবো। ○ শিক্ষার্থীদের আগের দলে পাঠ্যবইয়ের কাজ-গ দেখতে বলবো। ○ এরপর কাজটি কীভাবে করবে তা বুঝিয়ে দেবো। ○ সময় নির্ধারণ করে দেবো এবং কাজ চলাকালে ঘুরে ঘুরে সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবো। ○ সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবো এবং প্রয়োজনে সহায়তা করবো। ○ নির্ধারিত সময় শেষে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলবো।	৭ মি
	সারসংক্ষেপ বলা:	শিখনফলের আলোকে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবো।	৩ মি
	পাঠ্যপুস্তক সংযোগ	এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত অংশটুকু নীরবে পড়তে দিব।	৪ মি
মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন	প্রশ্নের উত্তর বলা	শিক্ষার্থীদের পাঠ যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর বলতে দেব। ১. পেশাজীবী কাকে বলে? ২. কৃষক ফলায় এমন ৫টি ফসলের নাম বল। ৩. খামারী উৎপাদন করে এমন দুটি জিনিসের নাম বল। ৪. জেলে কোথায় কোথায় মাছ ধরে?	০৬ মি
	পরিকল্পিত কাজ	যে পেশা আমাদের প্রয়োজন মেটায় এবং অর্থের জোগান দেয় শিক্ষার্থীর দেখা এমন ৫জন পেশাজীবীর নাম ও ২টি করে কাজ লিখে আনতে বলবো।	০২ মি
	পাঠ সমাপ্তি	পরবর্তী পাঠের ঈঙ্গিত দিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবো।	

সহায়ক তথ্য ০৬	অধিবেশন - ০৬: পাঠ অনুশীলন ও পর্যালোচনা

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ উপস্থাপন করতে পারবেন;

খ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ পর্যবেক্ষণ করে পাঠ উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ - ক	পাঠ উপস্থাপনের জন্য উপকরণ তৈরি ও প্রস্তুতি গ্রহণ

চেকলিস্ট:

- শিখন শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন নির্দেশক অংশটুকু ভালোভাবে পড়া।
- পদ্ধতি/কৌশল নির্ধারণ করে পাঠের বিষয় অনুযায়ী শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করা পাঠ পরিকল্পনা তৈরি।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি।
- মানসিক প্রস্তুতি।
- অভীক্ষা প্রণয়ন (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ)।
- মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ।

অংশ - খ	শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা

পাঠ পর্যবেক্ষণ নির্দেশনাবলি: (হ্যাঁ/ না/আংশিক) লিখুন

১. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কিনা?

২. শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কি না?

৩. পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?

৪. উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপে সময়ের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কি না?

৫. পরিকল্পনায় বর্ণিত পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথভাবে অনুসরণ করে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কি না?

৬. শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি না?

৭. উপকরণের মান যথাযথ কিনা এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে উপকরণের তাৎপর্য পাঠের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে কি না?

৮. দলগত /জোড়ায়/ একক কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কি না?

৯. শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠের শিখনফল অর্জন মূল্যায়নের মাধ্যমে শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময় দেওয়া হয়েছে কি না?

১০. পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজ (কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা এবং কেন করা হলো) হয়েছে কিনা?

১১. ব্যতিক্রম কিছু লক্ষণীয় হয়েছে কি না?

অংশ - গ	**পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট**

শ্রেণি:	**বিষয়:**	**পাঠ শিরোনাম:**
শিখন-শেখানো যোগ্যতা	**শিক্ষক যা করেছেন (মতামত লিখুন বা টিক চিহ্ন দিন)**	**প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখুন**
প্রস্তুতি পর্ব		
শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়		
শিখন পরিবেশ		
শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই		
পাঠ ঘোষণা		
পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লেখা		
উপস্থাপন পর্ব		
উপকরণ ব্যবহার		
বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি		
কাজের নির্দেশনার সহজবোধ্যতা		
শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দান		
শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা		
বোর্ড ব্যবহারে যা ছিল		
পাঠে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল		
শিখনফলের সাথে পাঠের সংযোগ		
মূল্যায়ন পর্ব		
মূল্যায়ন কৌশল		
মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা		
সময় ব্যবস্থাপনা		
শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রণ		
ফলাবর্তন প্রদান		

পর্যবেক্ষকের নাম: ---------------------------------------

রোল/রেজি: নং--------------------

সহায়ক তথ্য ০৭	অধিবেশন - ০৭: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় মূল্যায়ন কৌশল

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;

খ) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ - ক	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিভিন্ন মূল্যায়ন উদ্দেশ্য

প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে (২০২১) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ ও বিশপ্বরিচয় বিষয়ের জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুগত জ্ঞান, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং মূল্যবোধ যেন অর্জন করতে পারে, সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে সামাজিক দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয় তা বিবেচনায় রেখে মূল্যায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত শিখনফল কতটা ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছে তা নিরূপণ করা বা মাপা যায়। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বাওবি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর শিখন পারদর্শিতা জানার অন্যতম উপায় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা। শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাইয়ের এই প্রক্রিয়াকেই মূল্যায়ন বলা হয়। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি-কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

কোনো শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কি না তা বোঝা যায় মূল্যায়নের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর গ্রেড, তার অবস্থান, অগ্রগতি, শিখন চাহিদা, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি সবকিছুর ওপর মূল্যায়নের প্রভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে তার শিখনে সহায়তা করা

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিহ্নিত শিখন দুর্বলতা তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়। শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর ব্যবহৃত শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা ও ফলপ্রসূতা নির্ধারণ করে বা দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যম শিক্ষার্থী কী শিখেছে তা যাচাই করবেন। অর্থাৎ দুই ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিকই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

অংশ - খ	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মূল্যায়ন কৌশল ও পদ্ধতির তালিকা

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শেখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষার্থী মূল্যায়নে (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা) যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে তার তালিকা নিম্নরুপ:

১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি
• পর্যবেক্ষণ	• সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
• তালিকাকরণ	• রচনামূলক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) প্রশ্ন
• ছক পূরণ	• শ্রেণিকরণ
• শ্রেণিকরণ	• পার্থক্যকরণ
• মিলকরণ	• মানচিত্রে অবস্থান চিহ্নিতকরণ,
• আরোকিছু করি	• ছবি অংকন
• আগ্রহ সৃষ্টিকরণ	• ক্রমানুসারে সাজানো
• যত্নশীল আচরণ	• বৃক্ষরোপন
• স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ	• উৎসাহের সাথে কাজ করা

এছাড়াও **তৃতীয় থেকে পঞ্চম** শ্রেণি মূল্যায়নে কিছু কৌশল হলো-

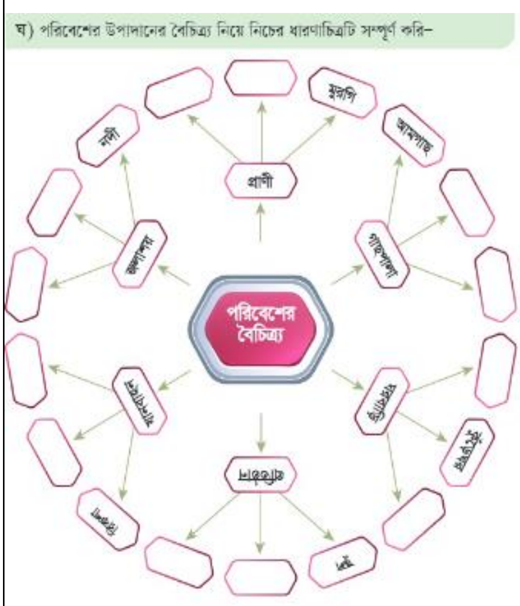

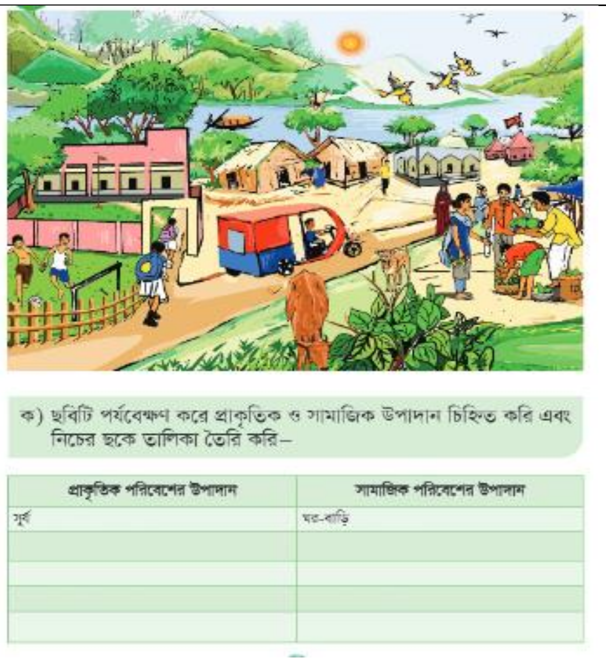

• পর্যবেক্ষণ • তালিকাকরণ • ছক পূরণ • এসাইনমেন্ট • ধারণাচিত্র • শব্দছকের চার্ট থেকে শব্দ খুজে বের করা • বাক্যলিখন • ছবি পর্যবেক্ষণপূর্বক বর্ণনা করা, তথ্য খুঁজে বের করে লিখা ও তথ্য সংযোজন করা, মিল করা • সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন প্রদান • শুন্যস্থান পূরণ, শুন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসানো • মিলকরণ	• সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন • রচনামূলক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) প্রশ্ন • শ্রেণিকরণ • পার্থক্যকরণ • মাইন্ডম্যাপিং • ভূমিকাভিনয় • মানচিত্রে অবস্থান চিহ্নিত করণ, রংকরণ • ক্রমানুসারে সাজানো • তালিকা থেকে শেণিকরণ করা • কেস স্টাডি • চার্ট পূরণ • আলোচনা • যাচাই করা

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের গাঠনিক মূল্যায়ন কৌশল

নমুনা প্রশ্ন

পর্যবেক্ষণ:

১। ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছ?

২। ছবিতে কে কী করছে?

৩। ছবি দেখে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নাম বল / লেখ।

৪। ছবিতে কী কী জীব-জন্তু আছে? ইত্যাদি।

শ্রেণিকরণ:

১। ছবির কোনগুলো প্রাকৃতিক/ সৃষ্টিকর্তার তৈরি?

২। ছবির কোনগুলো সামাজিক / মানুষের তৈরি?

৩। প্রাকৃতিক ৩টি / ৪টি / ৫টি উপাদানের নাম বল / লেখ।

৪। সামাজিক ৩টি / ৪টি / ৫টি উপাদানের নাম বল / লেখ, ইত্যাদি।

সহযোগিতামূলক মনোভাবঃ

১। তোমার সহপাঠী বন্ধু রাস্তায় হঠাৎ পড়ে গেলে তুমি কী করবে?

২। তোমার সহপাঠী অসুস্থ হয়ে পড়লে তুমি কী করবে?

৩। একজন অন্ধ মানুষ রাস্তা পার হতে পারছেনা। তুমি কী করবে? ইত্যাদি .. ..

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

১। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে সংরক্ষণ/ যত্ন করা যায়? * ঘর বাড়ি * গাছ পালা * বিদ্যালয় * পানি

২। বাড়ি সুন্দর ও পরিপাটি রাখার জন্য তুমি কী করবে?

৩। বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখতে তুমি কী কী কর? ইত্যাদি .. ..

দায়িত্ববোধঃ

১। ঈদ/ পূজার সময় তোমরা বন্ধুদের সাথে কীভাবে আনন্দ কর?

২। মায়ের কোন কোন কাজে তুমি সাহায্য কর ?

৩। তুমি বাড়িতে / স্কুলে কী কী নিয়ম মেনে চল ?

৪। তোমার ছোট ভাই-বোনদের তুমি কীভাবে সাহায্য কর ?

৫। বাড়িতে তোমার বাবাকে কী কী কাজে সাহায্য কর, ইত্যাদি।

জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতঃ

১। কোনটি আমাদের জাতীয় সংগীত?

২। আমাদের জাতীয় সংগীত কে লিখেছেন?

৩। জাতীয় সংগীতের প্রথম ৪ লাইন গাও।

৪। ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে কোন দিবস পালন করা হয়?

৫। বিজয় দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন

মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং উপকরণ বা টুলস : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো হলো, মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ অ্যাসাইনমেন্ট। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

মৌখিক পদ্ধতির মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা মৌখকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন বা কাজের নির্দেশনা দেবেন। লিখিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা লিখিতভাবে উত্তর করবে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নির্ধারিত দক্ষতা ও আচরণ (যা শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করবে) শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক টুলস হিসাবে মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ও লিখিত মূল্যায়ন চেকলিস্ট প্রণয়ন করে ব্যবহার করবেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করবেন। মূল্যায়ন কাঠামো থেকে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে মূল্যায়ন সংরক্ষণ করবেন।

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	**বিবেচ্য বিষয়**	*মূল্যায়ন পদ্ধতি*	*মূল্যায়ন টুলস*	*উদাহরণ*
বিষয়জ্ঞান • *জানা* • *অনুধাবন* • প্রয়োগ • উচ্চতর শিখন/দক্ষতা	বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে ধরনের শিখন প্রক্রিয়া যাচাই করবেন তা হলো- ● *জানা/ স্মরণ করা:* বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্বে শেখা তথ্য বা ধারণা স্মরণ বা মনে করে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য। ● *অনুধাবন:* কোনো বিষয় বা ধারণার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে *পারার দক্ষতা।* ● **প্রয়োগ:** শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে যে *ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্র* জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে নতুন /অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার *করার সামর্থ্য।* ● **উচ্চতর শিখন/দক্ষতা :** কোনো সমগ্র ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক অংশে ভাগ করা; বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত ও *একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক* রূপ দেওয়ার সামর্থ্য, নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	মৌখিক মূল্যায়ন *লিখিত মূল্যায়ন*	• মৌখিক চেকলিস্ট • *লিখিত প্রশ্ন* পত্র/ চেকলিস্ট	● ৩য় শ্রেণির অধ্যায়-এক প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ছবিটি প্রদর্শন করবেন এবং মৌখিক প্রশ্ন করবেন এর সাথে বইয়ে প্রদত্ত ছকে লিখতে বলবেন। ● ৫ম শ্রেণির অধ্যায়-ছয় জলবায়ু ও দুর্যোগ (পাঠ ০৩ খরা) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মতে, বর্ষা মৌসুমের প্রধান ফসল আমন ধানের শতকরা ১৭ ভাগের বেশি সাধারণত এক বছরে খরার কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই ধরণার প্রেক্ষিতে খরার কারণ এবং প্রভাব লিখতে দিবেন ● ৩য় শ্রেণির অধ্যায়-দশ বাংলাদেশের মানচিত্রটি শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করে নিজ জেলার কোন দিকে কোন কোন জেলা আছে তা খুজে বের করে নির্ধারিত ছকে লিখতে বলবেন। ● ৫ম শ্রেণি অধ্যায় দশ: গণতান্ত্রিক মনোভাব বইয়ের ৭৬ পৃষ্ঠার কেস স্টাডির আলোকে কর্মক্ষেত্রে কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করা যায়? শিক্ষার্থীকে তার যুক্তি উপস্থাপন করতে বলবেন।

সহায়ক তথ্য ০৮	অধিবেশন – ০৮: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন অনুশীলন

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন কাঠামোর -মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	*মূল্যায়ন টুলস*	*উদাহরণ*
বিষয়জ্ঞান • *জানা* • *অনুধাবন* • প্রয়োগ • উচ্চতর শিখন/দক্ষতা	বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে ধরনের শিখন প্রক্রিয়া যাচাই করবেন তা হলো- **<u>জানা/ স্মরণ করা</u>***:* বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্বে শেখা তথ্য বা ধারণা স্মরণ বা মনে করে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য। **<u>অনুধাবন:</u>** কোনো বিষয় বা ধারণার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে *পারার দক্ষতা।* **<u>প্রয়োগ</u>:** শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে যে *ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্র* জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে নতুন /অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার *করার সামর্থ্য।* **<u>উচ্চতর শিখন/দক্ষতা</u>:** কোনো সমগ্র ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক অংশে ভাগ করা; বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত ও *একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক* রূপ দেওয়ার সামর্থ্য, নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	মৌখিক মূল্যায়ন লিখিত মূল্যায়ন	• মৌখিক চেকলিস্ট • *লিখিত প্রশ্ন* পত্র/ চেকলিস্ট	• ৩য় শ্রেণির অধ্যায়-এক প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ছবিটি প্রদর্শন করবেন এবং মৌখিক প্রশ্ন করবেন এর সাথে বইয়ে প্রদত্ত ছকে লিখতে বলবেন। • ৫ম শ্রেণির অধ্যায়-ছয় জলবায়ু ও দুর্যোগ (পাঠ ০৩ খরা) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মতে, বর্ষা মৌসুমের প্রধান ফসল আমন ধানের শতকরা ১৭ ভাগের বেশি সাধারণত এক বছরে খরার কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই ধরণার প্রেক্ষিতে খরার কারণ এবং প্রভাব লিখতে দিবেন • ৩য় শ্রেণির অধ্যায়-দশ বাংলাদেশের মানচিত্রটি শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করে নিজ জেলার কোন দিকে কোন কোন জেলা আছে তা খুজে বের করে নির্ধারিত ছকে লিখতে বলবেন। • ৫ম শ্রেণি অধ্যায় দশ: ‘গণতান্ত্রিক মনোভাব’ কেস স্টাডির আলোকে কর্মক্ষেত্রে কীভাবে গণতন্ত্র চর্চা করা যায়? শিক্ষার্থীকে তার যুক্তি উপস্থাপন করতে বলবেন।

সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা কাঠামো:

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মানবণ্টন (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি)-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান: ১০০

ক্র.নং	প্রশ্নের ধরন	মূল্যায়ন সূচক	প্রশ্নের মানবণ্টন
১	বহুনির্বাচনি (সঠিক উত্তর)- ১০টি	জ্ঞান-৪টি, দক্ষতা-৪টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-২টি	১x১০=১০
২	শূণ্যস্থান পূরণ (৫টি)	জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি	২x৫=১০
৩	বিকল্প নির্বাচনি (শুদ্ধ-অশুদ্ধ) (৫টি)	জ্ঞান-২টি, দক্ষতা-২টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-১টি	২x৫=১০
৪	মিলকরণ (৪টি) - ২টি অতিরিক্ত থাকবে	দক্ষতা	২x৪ =৮
৫	অল্প কথায় উত্তর (১২টির মধ্যে ১০টি)	জ্ঞান-৫টি, দক্ষতা-৩টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-২টি	৩x১০=৩০
৬	বর্ণনামূলক প্রশ্ন (৬টির মধ্যে ৪টি)	জ্ঞান-১টি, দক্ষতা-১টি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি-২টি	৮x৪=৩২

১৪/৩/২০২৪

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপসচিব (বিদ্যালয়-১)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.nctb.gov.bd

প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা/মূল্যায়ন পদ্ধতির নির্দেশনা

সাধারণ নির্দেশনা

১. রিপোর্টকার্ড তৈরি: চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রথম প্রান্তিকের প্রাপ্ত নম্বরের ১৫%, দ্বিতীয় প্রান্তিকের প্রাপ্ত নম্বরের ১৫% এবং তৃতীয় প্রান্তিকের প্রাপ্ত নম্বরের ৭০% যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করতে হবে।

২. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মূল্যায়ন: প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিদ্যমান নির্দেশনাসমূহ বহাল থাকবে।

৩. তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষা/মূল্যায়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক সংযুক্ত মানবণ্টন অনুসরণ করতে হবে।

৪.শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ৭টি ধাপের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৪টি ধাপ করতে হবে।

	অবস্থানগত মান			
নম্বর	সহায়তা প্রয়োজন	সন্তোষজনক	উত্তম	অতি উত্তম
	০-৩৯%	৪০-৫৯%	৬০-৭৯%	৮০-১০০%

১৭/১১/২০২৪

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
উপসচিব (বিদ্যালয়-১)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহায়ক গ্রন্থ

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক স্তর), ২০২১

২. শিক্ষক সহায়িকা, সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান (সমন্বিত), প্রথম শ্রেণি, ২০২৩, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৩. শিক্ষক সহায়িকা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত), দ্বিতীয় শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৪. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, পিইডিপি-৩, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৫. শিক্ষকদের জন্য তথ্যপুস্তিকা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, পিইডিপি-২, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৬. প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষা, ডিপিএড বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৭. পাঠ্যপুস্তক, সামাজিক বিজ্ঞান (৩য় - ৫ম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৮. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৪।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ